সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৪"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৪র্থ খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"উপমার মাধ্যমে শির্কের অসারতা ও তাওহীদের যুক্তি।"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. তুমি তাদের জন্যে দুই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করো।

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

আপনি তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এই দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছি শস্যক্ষেত্র। (সূরা কাহাফ ১৮:৩২)

২. দুটি বাগানী প্রচুর ফল দিচ্ছিল এবং এতে কোনো প্রকার ত্রুটি করা হচ্ছিলো না।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّ فَجَّرْنَا
خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ۙ﴿۳۳﴾

উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (সূরা কাহাফ ১৮:৩৩)

৩. (বাগানের মালিক) লোকটির ছিলো প্রচুর সম্পদ।

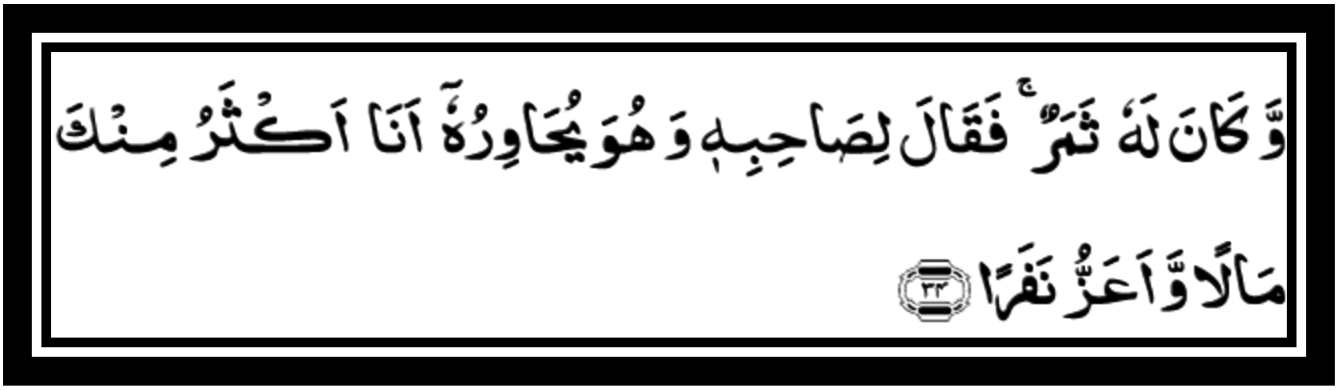
وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ
مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۴﴾

সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বললঃ ‘আমার ধনসম্পদে তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।’ (সূরা কাহাফ ১৮:৩৪)

৪. (বাগানের মালিক) বললো: এ বাগান কখনো বিরান হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না।

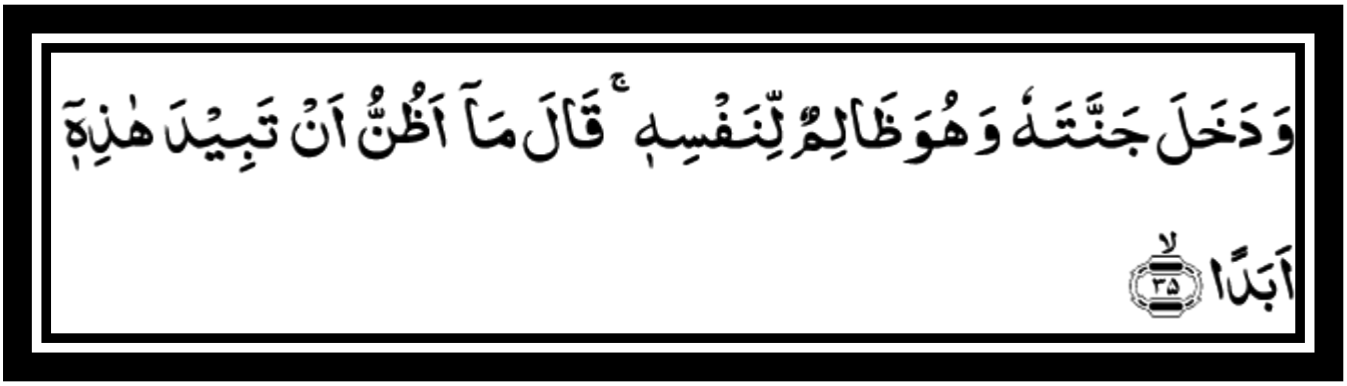
وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ
اَبَدًا ۙ﴿۳۵﴾

নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা কাহাফ ১৮:৩৫)

৫. বললো: কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে বলেও আমি মনে করি না।

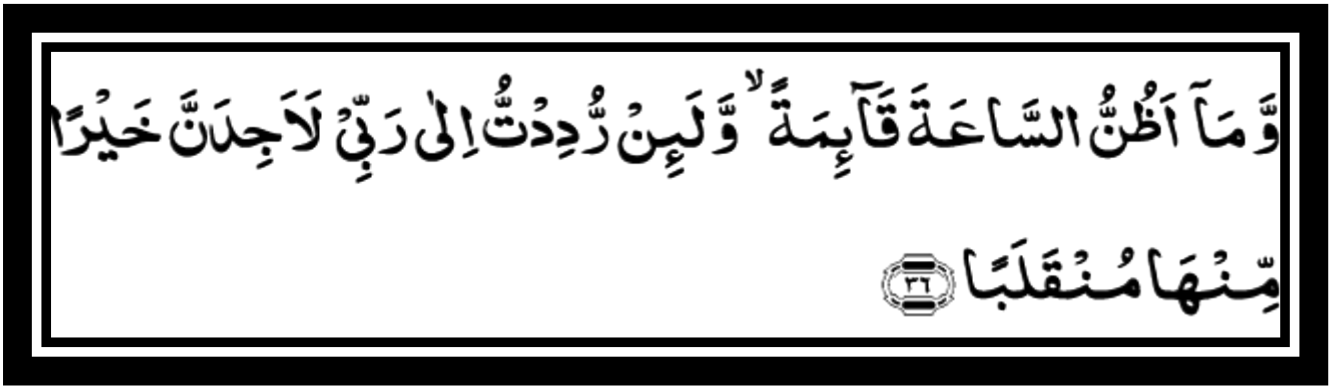

এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (সূরা কাহাফ ১৮:৩৬)

৬. (বাগানের মালিকের সাথী) তাকে (বাগানের মালিক) বললো: তুমি কি তোমার সেই মহান স্রষ্টার প্রতি করলে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ?

তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য (শুক্রাণু) থেকে, অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে ? (সূরা কাহাফ ১৮:৩৭)

৭. (বাগানের মালিকের) সাথী বললো: সেই মহান আল্লাহর আমার প্রভু। আমি প্রভুর সাথে কাওকে শিরক করি না।

কিন্তু আমি তো একথাই বলি, 'আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।' (সূরা কাহাফ ১৮:৩৮)

৮. (বাগানের মালিকে তার সাথী বললো) তুমি যখন বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছে তাই হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে নিকৃষ্টতর মনে করো, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দোয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (সূরা কাহাফ ১৮:৩৯)

৯. (বাগানের মালিকে তার সাথী বললো) হয়তো আমার প্রভু তোমার বাগানের চাইতে উত্তম কিছু আমাকে দান করবেন। এবং তোমার বাগান আসমান থেকে আগুন পাঠিয়ে জালিয়ে দিবেন।

আশাকরি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। যার ফলে তোমার বাগান উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। (সূরা কাহাফ ১৮:৪০)

১০. (বাগানের মালিকে তার সাথী বললো) অথবা তোমার বাগানের পানি ভু-গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে এবং আর কখনো পানির সন্ধান লাভ করতে পারবে না।

অথবা উহার পানি ভু-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনোই তা সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:৪১)

১১. অতঃপর বিপর্যয় তার ফল-ফসলকে পরিবেষ্টন করে নিলো. এবং বাগানের মাচানগুলো ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

(বাগানের মালিক তখন বললো): হায়, আমি যদি প্রভুর সাথে কাউকে শিরক না করতাম।

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ
خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾

অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল। বাগনটি মাচানসহ ভূমিসাৎ হইয়া গেলো। সে বলতে লাগলঃ 'হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম।' (সূরা কাহাফ ১৮:৪২)

১২. আর আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার কোনো বাহিনী ছিল না।

وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না।

(সূরা কাহাফ ১৮:৪৩)

১৩. হ্যাঁ, কর্তৃত্ব পূর্ণরূপ মহাসত্য আল্লাহর. পুরস্কার প্রদানে এবং পরিণাম নির্ধারণে তিনি সর্বোত্তম।

هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাহাফ ১৮:৪৪)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা শিরক বড় গুনাহ আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। যদি কেউ শিরক থেকে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে শিরকে লিপ্ত না হয়, তবে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব আসুন অতীতের শিরক সহ অন্যান্য পাপের জন্য আমরা তওবা ও ইস্তেগফার করি। এবং প্রতিজ্ঞা করি কখনোই শিরকে লিপ্ত হব না। কোরআন ও হাদিস মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করি।

আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/